RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, ৪৯ সংখ্যা: কোচবিহার, শুক্রবার, ২২ নভেম্বর - ৫ ডিসেম্বর, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 29, Issue: 49, Cooch Behar, Friday, 22 November - 5 December, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

রাস উৎসব কোচবিহারের ঐতিহ্য ও আবেগ। এই উৎসবের জন্য বছরভর অপেক্ষা করে থাকেন মানুষ। এবারে সেই অপেক্ষার অবসান। শুরু হয়েছে কোচবিহার রাসমেলা। আমরা তুলে ধরছি তারই টুকরো কথা।

শুরু হল কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব

১৫ নভেম্বর শুক্রবার রাত ৮ টা পাঁচ মিনিটে রাসচক্র ঘুরিয়ে রাস উৎসবের সূচনা করেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা। নিয়ম মেনে ওইদিন উপোস ছিলেন জেলাশাসক। রাত সাড়ে ৭ টা নাগাদ মদনমোহন মন্দিরে পৌঁছান তিনি। বিশেষ পুজোর পরে রাসচক্র ঘুরিয়ে রাস উৎসবের সূচনা করেন। উদ্বোধনের পরে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া মদনমোহন মন্দিরের দরজা। পুজোর পরে কোচবিহারের জেলাশাসক বলেন, "সাধারণ মানুষের মঙ্গল কামনা করে পুজো দিয়েছি।"

মুখ্যমন্ত্রীর নামে পুজো

রাসচক্রের উদ্বোধনের পরে মদনমোহন মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেও পুজো দেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা। এদিন উৎসবের সূচনায় হাজির ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, কাউন্সিলর অভিজিৎ দে ভৌমিক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মণ, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ, রাজবংশী উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মণ।

মদনমোহনের মঞ্চে টানা অনুষ্ঠান

মদনমোহন মন্দিরের ভিতরে রাসচক্র ছাড়াও আলাদা করে একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সেই মঞ্চে উৎসবের কয়েকদিন কীর্তন, যাত্রা, ভাগবত পাঠ, বাউল গান, ভাওয়াইয়া গান সহ নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বসবে। কলকাতা, নবদ্বীপ থেকে কীর্তনের দল, যাত্রা দল ওই মঞ্চে অনুষ্ঠান করবেন।

রাস ও সম্প্রীতি

রাজ আমল থেকে বংশ পরম্পরায় রাসচক্র তৈরির কাজ করছেন আলতাপ মিয়াঁর পরিবার। এবারে আলতাপের ছেলে আমিনুর হোসেন রাসচক্র তৈরি করেছেন। যা এক সম্প্রীতির এক নজির। রাজ আমলে আলতাপের দাদু পান মহম্মদ মিয়া এবং তারপরে আলতাপের বাবা আজিজ মিয়া রাসচক্র তৈরি করেছেন।

শুরু হল রাসমেলা

১৬ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় উদ্বোধন হল উত্তর-পূর্ব ভারতের সব

থেকে বড় মেলা কোচবিহার রাসমেলার। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, বিধায়ক পরেশ অধিকারী, সুমন কাঞ্জিলাল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মণ, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অভিজিৎ দে ভৌমিক, আব্দুল জলিল আহমেদ। এছাড়া কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। উদয়ন বলেন, "রাসমেলার নস্টালজিয়া যতদিন জীবিত আছি তা থেকে যাবে।"

২১২ বছরে পা

এবারে কোচবিহার রাসমেলা ২১২ বছরে পা দিয়েছে। এবারেও প্রায় সাড়ে তিন হাজার দোকানি তাদের পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন। বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে কাশ্মীর থেকেও শীতের পসরা নিয়ে হাজির হতে শুরু করেছেন ব্যবসায়ীরা। এছাড়া সার্কাস, নাগরদোলা, বসেছে মেলায়। মেলার কয়েকদিন ধরে রাসমেলার মঞ্চে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে কলকাতা ও মুম্বইয়ের শিল্পীরাও থাকবেন।

রাসমেলার নিরাপত্তা

রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে মদনমোহন মন্দির থেকে গোটা মেলার মাঠ ও মন্দির চত্বর। নজরমিনার তৈরি করা হয়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন একজন কমান্ড্যান্ট, দু'জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ১১ জন ডিএসপি। সবমিলিয়ে প্রায় এক হাজার পুলিশ কর্মী। এর বাইরে সাড়ে পাঁচশ জনের মতো সিভিক ভলান্টিয়ার থাকবে। অস্থায়ী থানা থাকবে রাসমেলার মাঠে। থাকবে সাদা পোশাকের পুলিশও।

মেলার আকর্ষণ

এবারে মেলার আকর্ষণ সার্কাস, নাগরদোলা। মেলার কয়েকদিন

ধরেই রাসমেলার মঞ্চে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে। সেই মঞ্চে কলকাতা-মুম্বইয়ের অনেক নামী শিল্পীরা অংশ নেবেন।

ইতিহাস

মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ বাংলার ১২১৯ তথা ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ভেটাগুড়িতে রাজধানী স্থানান্তর করেন তিনি। সেখানে রাজপ্রাসাদ তৈরি করা হয়। অগ্রহায়ণ মাসের কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রার দিন সন্ধ্যেবেলা রাজা তাঁর পারিষদদের নিয়ে প্রবেশ করেন নতুন বাসভবনে। পরে রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাসমেলারও স্থান পরিবর্তন হতে থাকে। পরে তোর্সা নদীর পূর্বদিকে গুড়িয়াহাটি তালুকে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সেই সময়ের গুড়িয়াহাটি তালুক এখন কোচবিহার শহর। সেই সময় রাজ উৎসব সেখানেই হয় বলে ধরে নেওয়া হয়। মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ হলে ১৮৯০ সালের ২১ মার্চ দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়। ৪ মে অন্যান্য দেবদেবীর বিগ্রহ রাজপ্রাসাদ থেকে সেখানে স্থানান্তর করা হয়। রাজবাড়ি থেকে শোভাযাত্রার মাধ্যমে ওই বিগ্রহগুলি মদনমোহন মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই বছর থেকেই নতুন মন্দিরে রাসযাত্রা অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে। সেই সঙ্গে শুরু হয় তিনদিনের রাসমেলা। সেই সময় থেকে মদনমোহন মন্দিরে রাসচক্র তৈরি শুরু হয় বলে অনেকে মনে করেন।

রাসচক্র

২২ ফুটের ওই রাস চক্র তৈরি করা হয়। ওই কাজ করতে ২০ টি বাঁশের প্রয়োজন হয়। চক্রের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ, শিব-পার্বতী, লক্ষ্মী-সরস্বতী সহ ৩২ টি দেবদেবীর ছবি থাকে। সেই ছবির চারপাশ দিয়ে তৈরি করা হয় নানারকম নকশা। রাস উৎসব শুরুর দিন রাসচক্র পুরোপুরি তৈরি থাকে।

টমটম গাড়ি

যার কথা না বলে রাসমেলার কথা অপরিপূর্ণ থেকে যায়। তা হল টমটম গাড়ি। কোচবিহারের রাসমেলার সঙ্গে টমটম গাড়ির সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বিহার থেকে টমটমের পসরা নিয়ে হাজির হন বিক্রেতারা। তার অপেক্ষায় বসে থাকে ছোট ছেলেমেয়েরা। মেলায় গিয়ে তাদের টমটম গাড়ি চাই-ই।

লেডিস স্পেশাল বাস চালু করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পথে নামল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের 'লেডিজ স্পেশাল' বাস। সোমবার কোচবিহার সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাস থেকে ওই বাস যাতায়াত শুরু করে। কোচবিহার -আলিপুরদুয়ার রুটে ওই বাস চলাচল করছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানান, ওই বাসে শুধুমাত্র মহিলা যাত্রীরাই চলাচল করতে পারবেন। বাসের কন্ডাক্টর মহিলা। কিন্তু বাসের চালক পুরুষ। কারণ মহিলা চালক খুঁজে পায়নি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম বলেন, "তিনটি রুটে আমরা ওই বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তার মধ্যে প্রথমটি আজ উদ্বোধন হল। এরপরে কোচবিহার-দিনহাটা এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি রুটে মহিলা বাস চালানো হবে। বর্তমানে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ছয়শ'টির মতো বাস চলাচল করে। এবারে সেই তালিকায় জুড়ল মহিলা বাস।

পাচারের পথে গরু ও গাঁজা আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পাচারের পথে গরু ও গাঁজা আটক করল কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। ১৫-নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে পুন্ডিবাড়ি থানা এলাকায় দুটি গাড়ি আটক করে তল্লাশির সময় গরু ও গাঁজা আটক করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়িগামী উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের একটি বাসে তল্লাশির সময় একটি ব্যাগ থেকে ১২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু ব্যাগটিকে নিয়ে যাচ্ছিল তা জানতে পারেনি পুলিশ। অপর আরেকটি ঘটনায় একটি পিকআপ ভ্যানে ১২ টি গরু পাচার করা হচ্ছিল। পুলিশের ধারণা, সেই গরুগুলি চুরি করে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গাড়ির চালক পালিয়ে গেলেই গাড়ি সহ গরুগুলি আটক করে পুলিশ। শীতের রাতে গরু পাচার বেড়ে যায় সীমান্তে। শীতকাল এখনও পড়েনি। কিন্তু তা পড়তেও আর খুব দেরি নেই। এর মধ্যেই ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে পড়তে শুরু করেছে কুয়াশাও। কুয়াশার আড়ালেই বাড়ে প্রচার।

কোচবিহারে ইউসুফ পাঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উপনির্বাচনের প্রচারে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার ঘুরে গেলেন তারকা ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। ইউসুফ এখন তৃণমূলের সাংসদ। উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীদের হয়েই তিনি আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট এবং কোচবিহারের সিতাইয়ে যান। ওই প্রচারের ফাঁকে কোচবিহার শহরে লাল দিঘির একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও উদ্বোধন করেন ইউসুফ। তাঁকে ঘিরে মানুষের উৎসাহ ছিল প্রবল। ক্রিকেট ভক্তরা কেউ ইউসুফের সঙ্গে ছবি তুলেছেন। কেউ অটোগ্রাফ নিয়েছেন। ১০ নভেম্বর রবিবার মাদারিহাটে প্রচার করেন ইউসুফ। ১১ নভেম্বর সোমবার সিতাইয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় রোড শো করেন ইউসুফ। তাঁকে দেখে ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে পড়েন ক্রিকেট ভক্তরা। কাউকে নিরাশ করেননি ইউসুফ। একের পর এক অটোগ্রাফ দিয়েছেন। রোড শো শেষে তিনি বলেন, "সিতাই কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী রেকর্ড ভোটে জয়ী হবে।" ওইদিন ইউসুফ পাঠান সিতাই বিধানসভার বড় আটিয়াবাড়ি রাধানগর কলোনি এলাকা থেকে ওকরাবাড়ি হয়ে গিতালদহ পর্যন্ত হুটখোলা গাড়িতে রোড শো'তে অংশ নেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী সঙ্গীতা রায়, কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, নুর আলম হোসেন। প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যায় ইউসুফকে। সাধারণ মানুষের ভিড় দেখে খুশি হন ইউসুফ। সিতাইয়ের বড় অংশের ভোটার সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাতেই তাঁকে দিয়ে প্রচার করানো হয়।

বালুরঘাটের মল্লিকপুর স্টেশন নাম বদলাচ্ছে বোল্লা কালী মন্দির স্টেশনে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালুরঘাট: বালুরঘাটের মল্লিকপুর স্টেশন এবার নাম বদলে পরিচিত হবে মল্লিকপুর মা বোল্লা কালী মন্দির স্টেশন নামে। রেলযাত্রী কল্যাণ সমিতির তরফে আনা প্রস্তাবেই সায় দিয়েছে রেলদপ্তর। উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ তীর্থস্থান বোল্লা কালীর ভক্তদের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত বলে সূত্রের খবর। শুধু তাই নয়, বোল্লা কালী মন্দিরের সম্মান রক্ষার্থে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে রেলদপ্তর বলেও সূত্রের খবর। এর মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে তীর্থযাত্রায় এক ভিন্নমাত্রা পেতে চলেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের এই বোল্লা গ্রামটি বলেও আশা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, রেলদপ্তরের পরিকল্পনায়, মল্লিকপুর স্টেশনকে উন্নীত করে তিন লাইনের ক্রসিং স্টেশন ও বি-শ্রেণিতে পরিণত করা হবে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার আশা রাখছেন রেলযাত্রী কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান স্মৃতিশ্বর রায়। স্টেশনটির আধুনিকীকরণ তীর্থযাত্রী ও সাধারণ যাত্রীদের সুবিধার্থে আরও এক ধাপ এগিয়ে দেবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। যদিও বোল্লা মন্দির কমিটির তরফে মল্লিকপুর স্টেশনটিকে মন্দিরের কাছাকাছি কিছুটা সরিয়ে আনার দাবি জানানো হয়েছে। তাদের মতে, এতে ভক্তদের যাতায়াত সহজ হবে। কেননা মন্দির সংলগ্ন এলাকায় সারাবছরই ভক্তদের ঢল লক্ষ্য করা যায়। উৎসবের মরসুমে যার সংখ্যা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। দূরদূরান্ত থেকে আসা হাজার হাজার ভক্তদের সুবিধার্থে বোল্লা পুজোর তিনদিন চন্দ্রা এলাকায় প্রতিবছরই রেলদপ্তরের তৎপরতায় তৈরি হয় একটি অস্থায়ী স্টেশন, সেই এলাকাতেই মল্লিকপুর স্টেশনটিকে সরিয়ে আনার জোড়ালো দাবি জানিয়েছেন বোল্লা মন্দিরের পুরোহিত অরূপ চক্রবর্তী। দক্ষিণেশ্বর ও কামাখ্যার মতোই ধর্মীয় আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে এই স্টেশনের নামকরণে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। মল্লিকপুর স্টেশনের এই নতুন পরিচিতি রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পর্যটনকেও বাড়তি মাত্রা দেবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সাগর দিঘির ঘাটে আবার কচ্ছপের মৃত্যু, ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সাগর দিঘির ঘাটে আবার একটি কচ্ছপের মৃত্যু হয়েছে। ২০ নভেম্বর বুধবার সকালে কোচবিহার আদালত চত্বরের ঘাটে ওই কচ্ছপের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। দিন কয়েক আগেই সাগর দিঘিতে আরেকটি কচ্ছপের মৃত্যু হয়েছে। চলতি মাসেই বাণেশ্বরের শিবদিঘিতে পাঁচটি কচ্ছপের মৃত্যু হয়। সব নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে বাসিন্দাদের মধ্যে। কচ্ছপকে বাণেশ্বর ও কোচবিহারের মানুষ 'মোহন' রূপে পুজো করে। ওই কচ্ছপ বাঁচাতে কেন প্রশাসন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পরিবেশপ্রেমীদের অভিযোগ, জল দূষণ থেকেই এমন ঘটনা ঘটছে। শিব দিঘিতে কচ্ছপের খাবার ঠিকমতো দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ উঠেছে। কোচবিহারের সদর মহকুমাশাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রশাসনের একটি দল দিন কয়েক আগেই শিব দিঘি পরিদর্শনে যান। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, কচ্ছপ বাঁচাতে সবরকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কোচবিহার শহর ও শহর লাগোয়া বিভিন্ন জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণ কচ্ছপের বসবাস। সব থেকে বেশি কচ্ছপ রয়েছে বাণেশ্বরের শিব দিঘিতে। ওই দিঘি ও মোহনদের দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড। ওই দিঘি থেকে মোহন ছড়িয়ে পড়েছে বাণেশ্বরের নানা জলাশয়ে। মোহনরক্ষা কমিটির দাবি, উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় শিব দিঘিতে কচ্ছপের সংখ্যা ক্রমশই কমছে। অভিযোগ উঠেছে, শিবদিঘি থেকে শুরু করে কোচবিহারের কোথাও মোহনদের দেখভাল ঠিকমতো হয় না। খাবারও ঠিকমতো দেওয়া হয় না। এছাড়া মোহনরা প্রতিনিয়ত সড়ক পারাপার হয়ে চলাচল করে। দুর্ঘটনাতেও মৃত্যু হয় কচ্ছপের। গতবছর অসুস্থ ও দুর্ঘটনায় বেশ কিছু মোহনের মৃত্যু হয়। তা নিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে বাণেশ্বর। স্থানীয় বাসিন্দারা বনধ পর্যন্ত পালন করেন। তারপরে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এবারে ফের অসুস্থ হয়ে মোহনদের মৃত্যু শুরু হওয়ায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। মোহন রক্ষা কমিটির সম্পাদক রঞ্জন শীল বলেন, মোহনদের রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এসে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।"

বাড়িতে মদ বিক্রির দায়ে গ্রেপ্তার ২ মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: রমরমা বাড়িতেই চলছিল মদের কারবার। সকাল থেকে রাত ক্রেতারা আসছিলেন আর মদ কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বেশ রমরমা এই মদের সার্ভিস দিয়ে আসছিলেন দুই মহিলা। পুলিশের কাছে বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই অভিযোগ আসছিল। পাশাপাশি মদ্যপান নিয়ে এলাকাতে অশান্তিও চলছিল। অবশেষে ১৯ নভেম্বর রাতে অভিযান চালায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানার এন্টি ক্রাইম উইং এর পুলিশ। শিলিগুড়ি টিকিয়াপাড়ার ওই দুই মদ বিক্রেতা মহিলাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদের দুইজনের বাড়ির থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পরিমাণে দেশি এবং বিদেশী মদ। ধৃত কিরণ সাহানি এবং শান্তি সাহানি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মদের কারবার চালিয়ে আসছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। ২০ নভেম্বর ধৃত দুই মহিলাকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

সারের কালোবাজারি বন্ধে আন্দোলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সারের কালোবাজারি বন্ধের দাবিতে এবারে পথে নামল অল ইন্ডিয়া কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠন। সম্প্রতি কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরের সামনে আন্দোলনে সামিল হয় তারা। সংগঠনের পক্ষে জানানো হয়েছে, সরকার নির্ধারিত মূল্যে সার বিক্রি করা, অসাধু সার ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ ও লাইসেন্স বাতিল করা, কৃষকদের সস্তায় সার, বীজ, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা এবং কৃষিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা সহ সাত দফা দাবিতে ওই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কৃষক সংগঠন অল ইন্ডিয়া কিষান ও খেত মজদুর সংগঠনের কোচবিহার জেলা কমিটি প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে কোচবিহার শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরে জেলাশাসকে দফতরের অফিসের সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখানো হয়। সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি রুহুল আমিন বলেন, "এক শ্রেণির অসাধু সার ব্যবসায়ী সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে চড়া দামে বিক্রি করছে। প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।" তিনি সমস্ত অসাধু সার ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স বাতিলের দাবি জানান এবং বলেন কোন অবস্থাতেই সরকার নির্ধারিত মূল্য থেকে বেশি মূল্যে সার বিক্রি করা চলবে না। এদিনের ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক মানিক বর্মন, সান্তনা দত্ত প্রমুখ। নেতারা হুশিয়ারি দেন, প্রশাসন যদি কালোবাজারি বন্ধ করে "এমআরপি' মূল্যে সার বিক্রি করার ক্ষেত্রে কোনো রকম পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে আগামী দিনে কৃষক সমাজকে সংগঠিত করে আরো বৃহত্তর কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রাজভবন অভিযান কর্মসূচি পালন করা হবে।

Vol: 29, Issue: 48, 8 November - 21 November, 2024 পূর্বোত্তর

১৩ নভেম্বর কোচবিহার সিতাই কেন্দ্রের উপনির্বাচন হল। দিনভর দাপিয়ে ভোট করালো তৃণমূল। কার্যত মাঠে দাঁড়াতেই পারল না তৃণমূল। আগামী ২৩ নভেম্বর ভোট গণনা। ফল দেখতে অপেক্ষায় সবাই। একনজরে দেখে নেওয়া যাক, কি ঘটল সিতাই উপনির্বাচনে

শুরু হল ভোট

সকাল ৭ টা থেকে ভোট শুরু হয় কোচবিহারের সিতাই উপনির্বাচনে। কোনও বুথেই অবশ্য ভোটারদের তেমন ভিড় দেখা যায়নি। কোথাও এক, দু'জন ভোটার, কোথাও বুথ ফাঁকা। অবশ্য দুপুরের পর থেকে বুথগুলিতে কিছুটা ভিড় হয়। সিতাইয়ে এবারে সাতজন প্রার্থী লড়াই করেছে। তৃণমূল ও বিজেপি ছাড়াও কংগ্রেস ও বামেরা লড়াই করেছে এই কেন্দ্র থেকে। শেষ হাসি কি হাসবেন সেদিকে তাকিয়ে সবাই। এই কেন্দ্রে তিন লক্ষ পাঁচ হাজার ভোটার রয়েছে।

বিরোধীদের অভিযোগ

ভোটের আগের রাতে রাজ্যের শাসক দলের বাইক বাহিনী গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিরোধী ভোটারদের ভয় দেখিয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। গোসানিমারি, সিতাইয়ের লোহার পুল এলাকায় তৃণমূল বাহিনী দাপিয়ে বেড়ায় বলে অভিযোগ। বিজেপির দাবি, বিরোধী ভোটারদের বুথে যাওয়া আটকে সেখানে ছাপ্পা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই ভোটারদের ভয় দেখায় তৃণমূল। তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ভোটের আগের রাতে বিজেপির চার কর্মীকে পুলিশ আটক করেছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। বিজেপির সিতাই কেন্দ্রের প্রার্থী দীপক রায় অভিযোগ করেন, কোনও কারণ চারজন বিজেপি কর্মীকে আটক করে রেখেছে পুলিশ। ভোটে প্রভাব ফেলতেই এটা করা হচ্ছে। তৃণমূলের দাবি, কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে পুলিশ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেফতার হয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

জগদীশের বুথে এজেন্ট নেই বিরোধীদের

তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার বুথে পোলিং এজেন্ট দিতে পারেনি বিরোধীরা। ওই কেন্দ্রেরই ভোটার জগদীশের স্ত্রী সঙ্গীতা রায়। কোচবিহারের সিতাইয়ের গারানাটা গ্রামে জগদীশের গ্রামের বাড়ি। এখনও সেই গ্রামেরই ভোটার জগদীশ ও তাঁর স্ত্রী। বর্তমানে সিতাই বন্দরের কাছে খামার সিতাইয়ে জগদীশ বাড়ি করেছেন। গারানাটা জুনিয়র হাইস্কুলে বুথকেন্দ্রে। সেখানে তৃণমূল ও এক নির্দল প্রার্থীর এজেন্ট ছিল। বাকিদের কোনও এজেন্ট নেই। বিরোধীদের দাবি, শুধু ওই বুথ নয়, বহু বুথেই বিরোধী পোলিং এজেন্ট বসাতে দেয়নি শাসক দল। বহু জায়গায় জোর করে, ভয় দেখিয়ে পোলিং এজেন্টদের বুথ কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়। তৃণমূল অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

ভোট দিলেন সঙ্গীতা ও জগদীশ

এবারে প্রার্থীদের মধ্যে সবার আগে ভোট দিয়েছেন কোচবিহারের সিতাই উপনির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সঙ্গীতা রায় বসুনিয়া। তাঁর সঙ্গেই ভোট দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। সকাল সোয়া ৮ টা নাগাদ বুথ কেন্দ্রে পৌঁছান ভোট দেন সঙ্গীতা ও জগদীশ। বেলা সাড়ে ৯ টা নাগাদ নিজের বুথে ভোট দেন বিজেপি প্রার্থী দীপক কুমার রায়। ১১ টা নাগাদ নিজের বুথে ভোট দেন বাম প্রার্থী অরুণ কুমার বর্মা। কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায় সিংহ অবশ্য দিনহাটা কেন্দ্রের ভোটার। তাই তার ভোট দেওয়ার প্রশ্ন ছিল না।

কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সতর্ক করল সঙ্গীতা ও জগদীশ

ভোটের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সতর্ক করতে দেখা গিয়েছে কোচবিহারের সিতাইয়ের তৃণমূল প্রার্থী সঙ্গীতা রায় এবং তাঁর স্বামী সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়াকে। সঙ্গীতা সিতাইয়ের দক্ষিণ কোনাচাত্রা বুথে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সতর্ক করেন। প্রার্থীর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনী ওই বুথে ভোট কেন্দ্রের ভেতরে ঢুকে পড়ায় তিনি আপত্তি করেন।

জগদীশ বসুনিয়া সিতাইয়ের খালিসা গোসানিমারির বসেরটারি স্কুল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানকে সতর্ক করে বলেন, "আপনারা ভেতরে ঢুকবেন না। বাইরে দাঁড়িয়ে কাজ করেন।" জগদীশের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনী বুথের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল।

বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যকে হুমকি

বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য তাপস বর্মণ এবারে দলীয় প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট ছিলেন। তাঁর বাড়ি সিতাইয়ের গোসানিমারির খালিসাগুড়িতে। পোলিং এজেন্ট হওয়ার জন্য ভোটের আগের রাত থেকে দফায় দফায় তৃণমূল কর্মীরা তাপসের বাড়ি গিয়ে হুমকি দেন বলে অভিযোগ। তারপরেও অবশ্য তাপস বুথকেন্দ্র গিয়ে বসেন। সেই সময়ও তাঁকে সেখানে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বেলা দশটা নাগাদ বুথ ছাড়েন তাপস। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।

সেলোটেপ দিয়ে বোতাম ঢেকে দেওয়ার অভিযোগ

বিজেপির প্রতীক চিহ্নের পাশে থাকা সাদা সেলোটেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির সিতাইয়ের প্রার্থী দীপক কুমার রায়। তাঁর দাবি, আদাবাড়ির হোকদহে দুটি বুথে ওই ঘটনা ঘটে। তৃণমূল অভিযোগ মানতে নারাজ

নির্বাচনী এলাকায় অভিজিৎ

নির্বাচনের দিন এলাকায় ঘুরে ঘুরে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের বিরুদ্ধে। নির্বাচনের দিন দুপুরে কোচবিহার থেকে সিতাইয়ের ভেটাগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় যান। তিনি দুই-একটি বুথেও গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। যদিও অভিজিৎ দাবি করেন, তিনি কোনও বুথে যাননি। এলাকায় ঘোরার অনুমতি তাঁর রয়েছে।

বিক্ষোভের মুখে জগদীশ

ভোট পরিদর্শনে গিয়ে বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তৃণমূলের কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। ভোটের দিন ভেটাগুড়ির ব্রহ্মানিরচৌকি গ্রামে। সেখানে একদল বাসিন্দা সাংসদের সামনে বলতে শুরু করেন, 'পাঁচ বছরে একটি রাস্তা হয়নি। কেন রাস্তা হল না, সেটা জানতে চাই আমরা।' সাংসদ বলেন, "পাঁচ বছর ভেটাগুড়ির বাসিন্দা কোচবিহারের সাংসদ ও বিজেপির মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একটি রাস্তা করতে পারেননি। আমরা অনেক রাস্তা করেছি। বাকিগুলিও করে দেব।" বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "গ্রাম উন্নয়নের কাজ করবে রাজ্য সরকার। তারা কিছুই করেনি। তাই মানুষ প্রশ্ন তুলছে।"

৭১.৩০ শতাংশ ভোট পড়ল

কোচবিহার সিতাই উপনির্বাচনে ৭৩.৩০ শতাংশ ভোট পড়েছে। বুধবার সকাল ৭ টা থেকে ভোট শুরু হয়। সকালের দিকে বুথ ফাঁকা থাকলেও বেলা বাড়লে ভিড় হতে শুরু করে। শাসক দলের আশা, বেলা বাড়লে ভোটের হার আরও বাড়ে। বিরোধীদের অবশ্য দাবি, ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দিচ্ছে শাসক দল।

কি বলছে কোন প্রার্থী

শাসক দল তৃণমূলের প্রার্থী সঙ্গীতা রায় বলেন, "ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে। এখন ফলের অপেক্ষায়।" বিরোধী তিন প্রার্থী বিজেপি দীপক রায়, কংগ্রেসের হরিহর রায় সিংহ, বাম প্রার্থী অরুণ কুমার বর্মা বলেন, "তৃণমূলের সন্ত্রাসে মানুষ ভোট দিতে পারেনি।"

রাসচক্রের কারিগর আলতাফকে জানা যাবে মেহেবুবের বইয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা: যার হাতের ছোঁয়ায় এতকাল তৈরি হত রাসচক্র, এবার সেই শিল্পী আলতাফ মিয়াঁকে সবার সামনে তুলে ধরতে চলেছেন মেহেবুব আলম। তিনি আলতাফকে নিয়ে আস্ত একটা বই লিখে ফেলেছেন। ১৬ নভেম্বর রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে উন্মোচিত হচ্ছে মেহেবুবের বই। কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ রাসচক্র তৈরির দায়িত্ব দিয়েছিলেন আলতাফ মিয়াঁর পরিবারকে। তাঁর ঠাকুরদা ফান মহম্মদ মিয়াঁ এই রাসচক্র তৈরির কাজ প্রথম শুরু করেন। রীতি মেনে লক্ষ্মী পুজোর পরদিন থেকে একটানা ১৫ দিন উপোস করে রাসচক্র বানায় আলতাফের পরিবার। চার প্রজন্ম ধরে এই চক্র তৈরি করছেন। বর্তমানে অসুস্থ আলতাফ। তবুও পরিবারের সদস্যদের রাসচক্র তৈরির কাজ সময় পেলেই দেখে দেন। এই মানুষটি সম্পর্কে কতজন জানেন? তিনি কেমন, কীভাবে শুরু হয়েছিল গুরুদায়িত্বের কাজ? হয়তো সেভাবে কেউ জানেনই না। অথচ কোচবিহারের রাসমেলার ইতিহাস জানতে গেলে জানতে হবে আলতাফ মিয়াঁ ও তার পরিবারকে। আর সেই তাকে চিনিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি পাঠরত মেহেবুব আলম। বিগত চার বছর ধরে গবেষণা করে বইটি তিনি লিখেছেন। তার লেখা বই আগামী ১৬ নভেম্বর উন্মোচিত হবে রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে। যেহেতু আলতাফ মিয়াঁ অসুস্থ, তাই দ্রুততার সঙ্গে বই প্রকাশ করতে চাইছেন মেহবুব। যাতে আলতাফ দেখে যেতে পারেন, তার পরিবারের এমন কৃতিত্ব ছড়িয়ে পড়েছে উত্তরের প্রতিটি কোণে।

সম্পাদকীয়

রাসমেলার সম্প্রীতি

শুরু হল ঐতিহ্যের রাসমেলা। কোচবিহারের এই রাসমেলার গন্ডি শহর ছাড়িয়ে, রাজ্য ছাড়িয়ে, দেশ ছাড়িয়ে গোটা ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ছে। পড়াটাই স্বাভাবিক। আজ থেকে বহু বছর আগে কোচবিহারের মহারাজারা এক সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করেছিলেন। মিলেমিশে, সম্মান দিয়ে কিভাবে একসঙ্গে থাকা যায় তার উদাহারণ তৈরি করেছিলেন মহারাজারা। সময় গড়িয়ে গিয়েছে অনেক। আজ গোটা বিশ্ব জুড়ে ধর্মে-ধর্মে, জাতিতে-জাতিতে বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ-মানুষকে রক্তাক্ত করছে। সব জায়গায় এক অসহিষ্ণুতা। যা এই পৃথিবীকে লজ্জিত করে তুলছে ক্রমশ। হিন্দুদের একটি বড় উৎসব কোচবিহারের রাস উৎসব। এই রাস উৎসবে একটি রাস চক্র তৈরি করা হয়। যে চক্র মদনমোহন মন্দিরের ভেতরে বসানো হয়। যা ঘুরিয়ে পুণ্য অর্জন করেন লক্ষ লক্ষ হিন্দু ধর্মের মানুষ। সেই রাসচক্র বংশ পরম্পরায় তৈরি করেন আলতাপ মিয়া। যা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের এক বড় উদাহারণ হয়ে উঠছে ক্রমশ।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

অঙ্গীকার শারদ সংখ্যা ১৪৩১

প্রধান সম্পাদক- গোকুল সরকার। সম্পাদক- পীযূষ কুমার দে। সমৃদ্ধ সূচি এই পত্রিকার। গল্প বিভাগে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সাদাত হোসাইন, মাজহারুল ইসলাম, মৌমিতা, রাজর্ষি বিশ্বাস, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মিত্র, অমল কৃষ্ণ রায় প্রমুখের লেখা ভালো লাগে। কবিতা বিভাগে কলম ধরেছেন গৌতম কুমার ভাদুড়ি, গৌরব চক্রবর্তী, মনোনীতা চক্রবর্তী, প্রাণজি বসাক, স্মৃতিজিৎ, মানিক সাহা প্রমুখ। আকর্ষক পত্রিকার প্রবন্ধ বিভাগ। বিষয় বৈচিত্রে অনন্য। মেরি শেলি ও ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বিষয়ে লিখেছেন অর্ণব সেন, মধুসূদন দত্ত ও তাঁর কাজ ভাস্কর রায় ও মমতা গঙ্গোপাধ্যায়ের কলমে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শঙ্খ ঘোষ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অমিয়ভূষণ মজুমদার... বহুরৈখিক বহুকৌণিক আলো এই পরিসরে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্মৃতি কোথায় পাই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কলমে আমার হৃদ মাঝারে। শুভাশিস নাগ লিখেছেন আমার স্মৃতিতে দিনহাটার আড্ডা। অনুগল্প বিভাগে অম্বরিশ ঘোষ, মানবেন্দ্র চন্দ প্রমুখ যথাযথ। ভালো লাগে রমা কর্মকারের ভাষান্তরে রাস্কিন বন্ডএর হুইসলিং ইন দা ডার্ক।

গোডো আসবেই

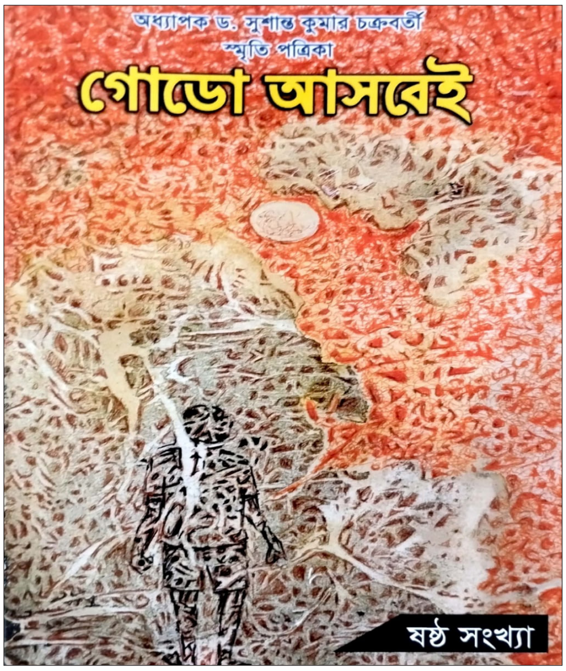

সম্পাদক অভিজিৎ দাশ। পত্রিকাটি সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী স্মৃতি পত্রিকা। এতে আছে তাঁর পূর্ব প্রকাশিত গল্প যান্ত্রিকের পুনঃমুদ্রণ। সাহিত্য-শিল্প, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞান, লোকসংস্কৃতি, স্থানিক চর্চা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের পাশাপাশি আছে মুক্ত গদ্য ও ভ্রমণ বিষয়ক নিবন্ধও। সম্পাদক সম্পাদকীয় অংশে এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পতিনিন্দা শীর্ষক প্রবন্ধে যথাযথ। সমালোচনা সাহিত্যের নাভিশ্বাসের কথা উঠে এসেছে রুখসানা কাজলের কলমে। সঞ্জয় সাহা লিখেছেন রুপসা, জীবনানন্দ ও তানভির মোকাম্মেল শীর্ষক। রাজর্ষি বিশ্বাসের কলমে প্রান্তীয় উত্তরে তাহাদের কথা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও নিরঞ্জন অধিকারী, দীপায়ন ভট্টাচার্য, জয়দীপ সরকার, অভিনব ঘোষ, তীর্থ চক্রবর্তী, দিবাকর মুখার্জি, দিবালোক ভট্টাচার্য, জয়ন্ত চক্রবর্তী প্রমুখের লেখা সূচিকে সমৃদ্ধ করেছে। গৌতম গুহরায় লিখেছেন জ্য লুক গদারকে নিয়ে।

প্রবন্ধ

বিদ্রোহী!!

...অমিতাভ চক্রবর্তী

ফ্লাইটের সময় ৪:৩০ মিনিট। প্রোগ্রাম তো মনে মনে একটা আঁকাই থাকে। বাগডোগরা ৫:৩০ মিনিট। তারপর সোজা লাটাগুড়ি। আমার পাশে যিনি বসেছেন তার কথাটা ভাবছি! আমাদের স্যার। বিড়াট টিম নিয়ে বিকাল ৬.০০ টার মিটিং এ তিনি বসবেন। তার কোম্পানির সমস্ত উচ্চ পদস্থ কর্মীরা লাটাগুড়িতে পৌঁছে গেছেন। আমিও এই টিমে। কোলকাতা থেকে আমাদের যাত্রা। যাবার ইচ্ছে ছিল না। অমুক তমুক বলে কাটানোর চেষ্টা করেও... আমার বন্ধুবর রমেশজী, নিজেকে মুক্ত করবার বাসনায় ২.০০ টার মধ্যে আমাকে এয়ারপোর্টে মুক্তি দিয়ে জন অরণ্যে মিশে গিয়েছেন। দাদা, গুডবাই!! হাত নেড়ে অবশ্য বলেছিলেন। হাতে অনেক সময়। দু তিনটে বই কিনলাম। ভাবনা কিন্তু লাটাগুড়ি। যদি সময়ে পৌঁছাতে না পারি????? কতগুলো ডিলার আসবে!!!!! যদি চলে যায়, আমাদের টিমকে অনেক প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে। আমার পাশের "বস" উত্তর কি দেবেন!! ফ্লাইট FE 603 ডিলেড! এয়ারপোর্টের হাজারো ডিসপ্লে। Flight Delayed. প্রায় ৪৫ মিনিট। এইটুকু মেনে নিতে হয়। প্রতিবাদ করতে শুরু করলাম। কলকাতা বাগডোগরা ফ্লাইট। স্পাইসজেট নামের একটা বিমান সংস্থা যাত্রীদের কিভাবে হ্যারাজ করা যায় তা জানে। ইংরেজি ভাষায় ট্রেন দেরি হলে বলে ট্রেন লেট। আর ফ্লাইট উঠতে দেরি হলে বলে ডিলেড। গন্ডগোল লাগলো একটু পরে। আমি এবং আমার সহযাত্রীরা বাসযাত্রায় দেরী হলে যেভাবে কন্ডাক্টার আর ড্রাইভারকে প্রশ্ন করতে থাকি, সেভাবেই এয়ার ক্রিউকে ব্যতিব্যস্ত করে দিলাম। পাইলট ককপিট বন্ধ করে দিয়েছে। বাঙ্গালির অভিধানে "ক্যাচাল" বলে একটা শব্দ হয়ত আছে। সেই "শব্দের" মান সন্মান যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেই ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে নিলাম। স্পাইসজেট বলছে না ফ্লাইট কখন ছাড়বে। অথচ বোর্ডিং কমপ্লিট। এমন একটা অবস্থার মধ্যে ভাষার রকমারি প্রয়োগ শুরু হলো। প্রথমে আমি, তারপর আরও কয়েকজন। এয়ারক্রিউ পুরুষ। সে একটু প্রথমে খুব স্মার্টনেস দেখালেও পরে শুকিয়ে গেছে। বাঙ্গালির রক্ত আমার ধমনীতে, এয়ারপোর্টের রানওয়েতে সব প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে দেবার হুংকার যখন দিলাম, তখন স্পাইসজেট নামের সিংহ যে কখন বিড়াল হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। ফ্লাইট যখন টেকঅফ করলো তখন, যুদ্ধ জেতার আনন্দে মুষ্টিটা ছুড়ে দিতে ইচ্ছে হলো। তারপর আলো আর আলোর রোশনাই ছেড়ে, রক্তিম মেঘনদীর অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে....যা দেখলাম তা এক অব্যক্ত অনুভূতি!! ফ্লাইট উপরে আরও উপরে উঠছে। আমার রক্তিম মেঘনদী এখন কালো। ঘুম এসে গিয়েছিল। **Sir, Would you want to taste coffee or tea? I am for you and hope you're enjoying the ride.** পেছন ফিরে তাকালাম। সেই এয়ারক্রিউ। সুদর্শন এক পুরুষ। যাকে একটু আগে রকমারি ভাষায় "অভিনন্দিত" করে বিদ্রোহী হয়েছি। দেখছি, সে আমার দিকে তাকিয়ে। স্যার,........ প্রফেশনালিজম কি এত কাটখোট্টা হতে পারে!! একটু আগেই এদের বাপান্ত করেছি। লজ্জা হলো। ভীষণ, ভীষণ লজ্জা হলো। অহংকারকে যে এমনভাবে দুরমুজ করা যায়, শিখলাম। এয়ারক্রিউ-এর থেকে। স্যার, আমি তো চাকরি করি। আমার কোম্পানি বহু কর্মীকে ছাটাই করে দিয়েছে। এবার আমাদের পালা। কি করব জানি না। তবে যতদিন এই পোষাক কোম্পানি দেবে আমি কিন্তু কোম্পানির স্বার্থটাই দেখবো। আপনি চিৎকার করছিলেন। আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম। ভাবছিলাম এটাই হয়ত শেষ জার্নি। আমি নির্বাক। চাবুক পড়ছে আমার সর্বাঙ্গে। আমরা উড়ছি। বাগডোগরার দিকে আমাদের অভিমুখ। এই স্পাইসজেটে আর চড়বো না। শিক্ষা হয়েছে। ******কিন্তু এয়ারক্রিউ, সে তো উড়বে! ঝলমলে পোষাক পড়ে অপেক্ষা করবে, ফ্লাইট কখন উড়বে!!! বাগডোগরা আসছে। সিট বেল্টটা বেঁধেনিলাম। চকমক আলোর আড়ালে যে কি অন্ধকার, কতজন জানে !!!

“কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন”কে নিয়ে গান বাঁধলেন দেবাশিস

নিজস্ব সংবাদদাতা: উত্তরবঙ্গের টিটি তেকথাবন্ধুতথা ফালাকাটার প্রতিভাবান শিল্পী দেবাশিস পাল তাঁর সৃজনশীল মেধার নতুন উপহার নিয়ে হাজির হয়েছেন। “কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন” শিরোনামে এই ভক্তিমূলক গানটি কোচবিহারের মানুষের গভীর আস্থা এবং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার এক অনন্য প্রকাশ। দেবাশিস পালের রচনা ও সুরারোপিত গানটি মদনমোহন ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়েছে, যিনি কেবলমাত্র কোচবিহারের অধিবাসীদের দেবতা নন, বরং সমগ্র উত্তরবঙ্গের মানুষের হৃদয়ের আরাধ্য। গানটির সুর এবং কথা উভয়ই ভক্তদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। গানটি সম্পর্কে দেবাশিস পাল বলেন, “মদনমোহন ঠাকুর শুধু এক দেবতা নন, তিনি উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গ। এই গানটি আমার জন্য অত্যন্ত আবেগঘন একটি সৃষ্টি। আমি মনে করি, এটি ভক্তদের সঙ্গে মদনমোহনের গভীর সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে।” গানটির প্রকাশনার পর থেকেই এটি সুধীজন এবং ভক্তদের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলেছে। গানটির ভিডিওতে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মন্দির এবং ঠাকুরবাড়ির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যা গানে ভক্তিমূলক অনুভূতিকে আরও গভীর করেছে। ইতিমধ্যেই ইউটিউব এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে গানটি উপলব্ধ হয়েছে। দর্শক ও শ্রোতারা একবাক্যে বলেছেন, দেবাশিস পালের এই উদ্যোগ কোচবিহারের ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উত্তরবঙ্গের এই প্রতিভাবান শিল্পীর গানটি ভক্তদের হৃদয়ে ঠাকুর মদনমোহনের প্রতি নতুন করে আবেগ এবং আস্থার সঞ্চার করেছে।

শীতের আনাজে হাত পুড়ছে ক্রেতাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নতুন করে দাম বাড়তে শুরু করেছে আলু, পেঁয়াজের। নতুন আলু কেজি প্রতি ৬০ টাকা। হিমঘরের লাল আলু কেজি প্রতি ৪০ টাকা, সাদা আলু কেজি প্রতি ৩৫ টাকা। পেঁয়াজ কেজি প্রতি ৮০ টাকা, বেগুন কেজি প্রতি ৮০ টাকা, ফুলকপি কেজি প্রতি ৭০ টাকা, বাঁধাকপি কেজি প্রতি ৫০ টাকা। কাঁচা লংকা বরাবর কেজি প্রতি একশো টাকার উপরে। মটরশুটি ২৫০ টাকা কেজি। কোচবিহারের ছোট-বড় সব বাজারে একই চিত্র। শীতের আনাজ বাজারে উঠলেও কেন দাম কমছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, পরিস্থিতির দিকে তারা নজর রাখছেন। প্রয়োজনে বাজারে বাজারে অভিযান হবে। তবে আলুর দাম দাম অল্প সময়ে কমবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। আনাজ ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, চাহিদার তুলনায় শীতের আনাজের যোগান কম হওয়াতেই দাম বেড়ে গিয়েছে। ক্রেতাদের দাবি, বাজারে প্রশাসনিক নজরদারি না থাকায় প্রায় প্রতিদিনই বাড়ছে আনাজের দাম।

ট্যাব কাণ্ডে পথে এআইডিএসও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ট্যাব কান্ড নিয়ে এবারে ছাত্রছাত্রীদের টাকা ফেরানোর দাবিতে পথে নামল এআইডিএসও। ২০ নভেম্বর বুধবার কোচবিহার শহরে একটি মিছিল করে ডিআই অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। কোচবিহারের ডিআই সমর মন্ডলকে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। বেশ কয়েকটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীকেও স্কুলে হাজির করানো হয়। ওই বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য ছাত্র নেতা সুনির্মল অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন বন্দনা লোহড়া, বিনয় ভূষণ দাস। গোসানিমারি স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সোহেল হোসেন বলেন “আমরা স্কুল পাশ করে কলেজে পড়ছি এখনো ট্যাবের টাকা পাইনি, আমরা স্কুলে বারবার জানাই এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ আবারও তিন তিনবার আবেদনপত্র জমা নিয়েছিল কিন্তু তারপরেও আমরা ট্যাবের টাকা পাইনি। তাই আমরা আজ ডিআই অফিসে ট্যাবের টাকার কারচুপির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে এসেছিলাম। ডিআই অফিসে এসে ডিআই স্যারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম ডিআই অফিস থেকে আমাদের স্কুলে চেক পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও আমরা ট্যাবের টাকা পাইনি।” আমরা ডিআই স্যারকে প্রশ্ন ডিএসও নেতা সুনির্মল অধিকারী বলেন, “অতি দ্রুত ট্যাব দুর্নীতির কারবারিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের এই টালবাহানা বন্ধ করে ছাত্রছাত্রীদেরকে ট্যাবের টাকা প্রদান করতে হবে, অন্যথায় বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের যুক্ত করে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব।” কোচবিহার জেলায় ট্যাব দুর্নীতি নিয়ে ছয়টি মামলা রুজু হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি স্কুল রয়েছে পুন্ডিবাড়ি থানা এলাকায়। শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সবমিলিয়ে ৮১ জন ছাত্রছাত্রীর টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। কোচবিহারের ডিআই সমর চন্দ্র মন্ডল সাংবাদিকদের জানান, ওই ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত নথি শিক্ষা দফতরে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই ছাত্রছাত্রীরা ট্যাবের টাকা পেতেও শুরু করেছে।

উত্তরবঙ্গের মুকুটে নয়া পালক, বঙ্গশ্রেষ্ঠ পুরুষ সম্মান পেলেন ড. কৃষ্ণদেব

নিজস্ব সংবাদদাতা: জীবদ্দশায় নিজের নামে প্রতিষ্ঠান দেখবার সুযোগ কতজনের হয়? হ্যাঁ, নিজে তৈরি করে নিজের নাম দিলেই তো হয়ে গেল! না, তা নয়। একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এমন বিরল সম্মান ইতিপূর্বে লাভ করেছেন শালবাড়ি হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ড. কৃষ্ণ চন্দ্র দেব। কৃষ্ণদেব নামেই তিনি পরিচিত। স্কুলের কন্যাশ্রী মিউজিয়ামটির নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামেই। পেয়েছেন ডুয়ার্স রত্ন সম্মান। এবার ১৯ নভেম্বর আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসে পেলেন ২০২৪ সালের ‘বঙ্গশ্রেষ্ঠ পুরুষ সম্মান’। রাজ্যজুড়ে পুরুষ অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন অভিযান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং ‘পুরুষকথা’ পত্রিকা এবছর শ্রেষ্ঠ পুরুষ সম্মানের জন্য যে কয়েকজনকে বেছে নিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম তিনি। অভিযান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং পুরুষ কথা পত্রিকার তরফ থেকে ১৯ নভেম্বর দুপুরে কলকাতা প্রেসক্লাবের অডিটোরিয়ামের মঞ্চ থেকে তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয়। লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট হিসেবে তিনি এই সম্মান পাচ্ছেন। উল্লেখ্য ড. কৃষ্ণ দেব গত ২৯ বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে একটি পাক্ষিক সংবাদপত্র সম্পাদনা করে আসছেন। শিক্ষক হিসেবে যেমন মানুষ গড়ার কারিগর ছিলেন, পাশাপাশি তিনি সাংবাদিক গড়ার কারিগরও বটে! কারণ তার হাত ধরেই উত্তরবঙ্গে বহু সাংবাদিক তৈরি হয়েছেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর বাড়ি সুকৃতিভবনে তাঁর প্রয়াত পিতা যামিনী কুমার দেবের নামে একটি সংগ্রহালয় গড়ে তুলেছেন। অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই সংগ্রহালয়ে রয়েছে বহু দ্রষ্টব্য। দর্শকদের পাশাপাশি যা গবেষকদের গবেষণায় সহায়ক হতে পারে। রয়েছে মুদ্রা সংগ্রহের বিপুল সম্ভার, যার কারণে ‘মুদ্রা রাক্ষস’ নামেও তিনি অভিহিত হয়েছেন। এছাড়াও তিনি যুক্ত থাকেন নানা হিতকারী কাজে। তাঁর এই সমস্ত কাজের মূল্যায়নের নিরিখেই তাঁকে এ বছরের ‘বঙ্গশ্রেষ্ঠ পুরুষ’ সম্মান দেওয়া হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরুষ কথা পত্রিকার সম্পাদক দেবাংশু ভট্টাচার্য, অভিযান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক গৌরব রায়, কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী সহ বিশিষ্টজনেরা।

ছাত্র-ছাত্রীদের যত্নশীলতার জন্য বিশেষ পুরস্কার পেল কাদিহাট বেলবাড়ি হাইস্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, গঙ্গারামপুর: ছাত্র-ছাত্রীদের যত্নশীলতার জন্য “The Telegraph School awards for excellence” পুরস্কার পেলো গঙ্গারামপুরের কাদিহাট বেলবাড়ি হাইস্কুল। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন The Telegraph Foundation (TTF) এর কর্মকর্তারা। ১৮ নভেম্বর শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে দ্য টেলিগ্রাফ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন স্কুলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে যেমন এক্সিলেন্স, আউটস্ট্যান্ডিং স্পোর্টস, ছাত্র-ছাত্রীদের কিভাবে কেয়ার নেওয়া হয় এরকম বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়। সেই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত তথ্য আবেদনকারী স্কুলগুলো থেকে আগেই সংগ্রহ করেছিল দ্যা টেলিগ্রাফ ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ। এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে “The Telegraph School Awards for Excellence” পুরস্কারের “The Caring Minds Award for A School that Cares” বিভাগে সেরা স্কুলের পুরস্কার পায় গঙ্গারামপুরের কাদিহাট বেলবাড়ি হাইস্কুল (উ:মা:)। বিদ্যালয়ে আধুনিক পরিকাঠামো যুক্ত উন্নতমানের শিক্ষাদানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সর্বদা মূল্যবোধের শিক্ষাদান করার জন্য এ ধরনের পুরস্কারপ্রাপ্তি বলে মনে করছেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়ে কাদিহাট বেলবাড়ি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা শিক্ষারত্ন ড. পার্থ সরকার জানান, “শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে টেলিগ্রাফ ফাউন্ডেশনের (The Telegraph Foundation) পক্ষ থেকে আমাদের স্কুল একটি পুরস্কার পেয়েছে। সেখানে আমরা যে বিভাগে পুরস্কার পাই তার নাম “The Caring Minds Award for A School that Cares”। আমাদের বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসে তাদের আমরা ক্লাস ফাইভ থেকেই পরিচর্যা করি। তাদেরকে উন্নত ও আধুনিকমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয়। আমাদের বিদ্যালয়ে ডিজিটাল বোর্ড, ডিজিটাল ক্লাসরুম থেকে শুরু করে তাদেরকে নাচ-গান বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার একটিভিটি এবং তাদেরকে মূল্যবোধের শিক্ষা সেটাও আমাদের বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা যথেষ্ট ভাবে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রতিযোগিতায় আমাদের নাম ওঠে এবং পুরস্কার পাই। পুরস্কার পেয়ে নিঃসন্দেহে খুব ভালো লাগছে। কারণ যে কোনও পুরস্কারই ভালো লাগার, সেটা যদি বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে হয় তাহলে আরোও ভালো লাগে। আমরা সবাই গর্বিত। আগামী দিনের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। ছাত্রছাত্রীদেরকে যেন আরোও ভালো তৈরি করতে পারি সে চেষ্টাই বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে থাকবে।”

প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুস্বাস্থ বজায় রাখুন ফুসফুসের

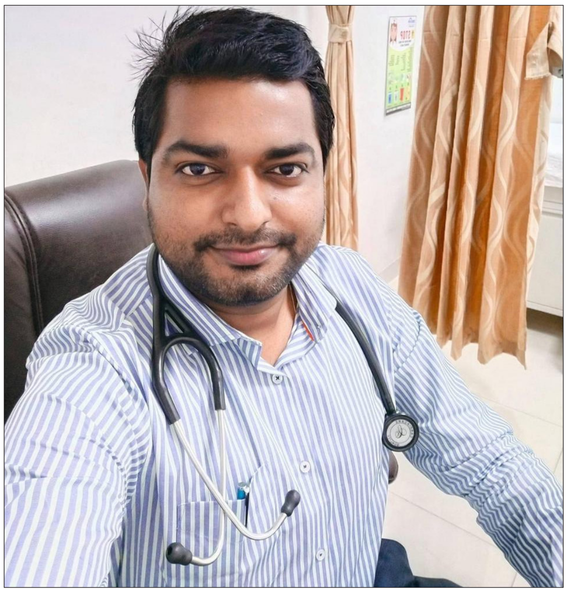

শিলিগুড়ি: বিশ্ব সিওপিডি দিবস ২০২৪ এর অংশ হিসাবে, ফুসফুসের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গুরুত্ব বোঝার জন্য এই বছরে "আপনার ফুসফুসের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানুন" থিম সহ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। কারণ, অসংক্রামক রোগগুলি বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর ৭৪% জন্য দায়ী, যার মধ্যে সিওপিডি বিশেষ করে ভারতে স্বাস্থের ফলাফলগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। শিলিগুড়ির ইন্টারভেনশনাল পালমোনোলজিস্ট ডা: সুজিত গুপ্ত ফুসফুসের কার্যকারিতা পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, "দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ যেমন সিওপিডি কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং অতিরিক্ত ঝুঁকি এড়ানোর জন্য, প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা অপরিহার্য। স্পাইরোমেট্রি নামে একটি ফুসফুসের ফাংশন পরীক্ষা, যা ফুসফুস কতটা স্বাস ধরে রাখতে পারে এবং আপনি কত দ্রুত শ্বাস ছাড়তে পারেন তা পরিমাপ করে, অবস্থা খারাপ হওয়ার আগে সিওপিডি-এর প্রাথমিক নির্ণয় অপরিহার্য। সুতরাং, রোগীর এই বিষয়ে সচেতন হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে ফুসফুসের সুস্থতা বাড়ানোর প্রচেষ্টায় জনসাধারণকে জড়িত করার জন্য বিশ্বস্ত তথ্য উৎসের প্রয়োজন, যেমন সম্প্রতি চালু হওয়া ব্রীথফ্রি ওয়েবসাইট, যা মানুষকে তাদের শ্বাসযন্ত্রের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিতে সক্ষম করবে।" সিওপিডি পরিচালনায় সচেতনতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে, শিলিগুড়ির পরামর্শদাতা, ক্রিটিক্যাল কেয়ার অ্যান্ড পালমোনোলজির ডাঃ অভিষেক বালি ব্যাখ্যা করেছেন, "সিওপিডি পরিচালনার লক্ষ্য ফুসফুসের কার্যকারিতার অবনতি কমানো এবং রোগের অগ্রগতি ধীর করা। ২০২২ সালে, ভারতে একটি প্রধান মাল্টি - সেন্টার গ্রামীণ জনসংখ্যা-ভিত্তিক গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সিওপিডি কেস সনাক্তই করা যায় না এবং মাত্র এক-পঞ্চমাংশ ব্যক্তিরা কার্যকর ইনহেলেশন চিকিৎসা পায়। সচেতনতা বাড়ালে জীবন বাঁচানো যেতে পারে। ফুসফুসের পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে রোগীদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত করা যেতে পারে, এবং ব্রঙ্কোডাইলেটর ইনহেলারগুলি সিওপিডি পরিচালনার জন্য অপরিহার্য, কারণ তারা শ্বাস-প্রশ্বাসকে সহজ করে তোলে। বাস্তবে, নেবুলাইজড চিকিৎসা কিছু রোগীদের জন্য একটি বিকল্প হতে পারে যাদের শ্বাস নেয়ার জন্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। রোগীদের অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করার জন্য নেবুলাইজেশন হল আরেকটি কার্যকর কৌশল।"

রে-ব্যান® ফ্রেমের সাথে প্রত্যাশার বাইরে গিয়ে উপভোগ করুন স্টাইলিশ লুক

কলকাতা: রে-ব্যান® চশমা, ১৯৩৭ সাল থেকে নতুন কিছু তৈরী করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে ফ্রেমের ডিজাইনকে উন্নত করছে। বর্তমানে কোম্পানি একটি নতুন পরিসর রে-ব্যান® চেঞ্জ ফ্রেম চালু করেছে, এটি একটি হালকা-প্রতিক্রিয়াশীল ফ্রেম যা ট্রানজিশন® দ্বারা চালিত। এগুলি আলোর অবস্থার অর্থাৎ ইউভি রশ্মির সংস্পর্শে আসলে ফ্রেমের রং পরিবর্তন করে এবং একটি স্টাইলিশ লুক দেয়। এই ফ্রেমগুলি ভেতরের অথবা বাইরের পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়, যা সত্যি একটি দুর্দান্ত বৈশিষ্ট্য।এগুলি পরিবর্তিত আলোর সাথে পরিবর্তন হওয়ার জন্য তৈরী হয়েছে, এই অরিজিনাল ওয়েফারার এবং এর সমসাময়িক প্রতিরূপের সাথে একটি নতুন যুগের প্রস্তাব দেয়, যা সূর্য এবং অপটিক্যাল শৈলীতে অনন্য প্যাটার্নযুক্ত রঙ্গকগুলির সাথে উপলব্ধ। ফ্রেমটি সূর্যের আলোতে সক্রিয় হয় এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজস্ব চেহারায় ফিরে আসে।চেঞ্জ ফ্রেমগুলি আটটি একচেটিয়া রঙে আসে, যে কোনও আলোতে ট্রু টু টোন এবং প্রাণবন্ত রঙের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়। এই লেন্সগুলি গ্রাহকদের তাদের ব্যক্তিত্ব তুলে ধরে এবং প্রতি মুহূর্তে একটি ম্যাজিক্যাল লুক নিশ্চিত করে তাদের স্টাইলের সূক্ষ্মতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সুযোগ দেয়।এই বিষয়ে এসিলর লুক্সোটিকা - এর চিফ মার্কেটিং অফিসার ফেদেরিকো বাফা জানিয়েছেন, "আমাদের এই রে-ব্যান চেঞ্জ, চশমার বাজারে বিপ্লব ঘটিয়েছে। এগুলিতে আমরা ফ্রেমের সাথে ট্রানজিশন প্রযুক্তির সংমিশ্রণ করে, কার্যকরী চশমা ব্যবহার করার এবং এটিকে গ্রাহকদের জন্য ফ্যাশনেবল করে তোলার জন্য একটি নতুন উপায় অফার করেছি। আমরা আমাদের গ্রাহকদের জন্য এই নতুন উদ্ভাবনটি নিয়ে আসতে পেরে আনন্দিত।"

অ্যালপেনলিবে জাস্ট জেলি ভারতে এই প্রথম ডুয়াল-লেয়ার জেলি চালু করেছে

কলকাতা: আলপেনলিবে জাস্ট জেলি, পারফেটি ভ্যান মেলের একটি শীর্ষ ব্র্যান্ড,ভারতে এই প্রথম হার্ট-শেপের ডুয়াল-লেয়ার জেলি লঞ্চ করেছে মাত্র ২ টাকার সাশ্রয়ী মূল্যে। এই জেলিতে একটি নরম-ফোমি লেয়ার এবং একটি জেলি লেয়ার রয়েছে, যা একটি নরম এবং চিবানোর সেরা অভিজ্ঞতার দিকে পরিচালিত করে। ব্র্যান্ড প্রকৃত ফলের রসের সাথে মিশ্রিত করে তার এই নতুন পণ্যটি তৈরী করেছে, যা গুণমান এবং স্বাদের প্রতি অ্যালপেনলিবে জাস্ট জেলির প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। আলপেনলিবে জাস্ট জেলি, জেলি সেগমেন্টে একটি শীর্ষ খেলোয়াড় যা প্রতিটি কামড়ে মজা, গন্ধ এবং টেক্সচারের একটি আনন্দদায়ক মিশ্রণ সরবরাহ করে। এই হার্ট-শেপের জেলিটি, একটি প্রিমিয়াম কিন্তু সাশ্রয়ী জেলি পণ্য, এর সুস্বাদু স্ট্রবেরি স্বাদ এবং উদ্ভাবনী ডুয়াল-লেয়ার টেক্সচার বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি জেলির বিভাগে একটি প্রিমিয়াম কিন্তু সাশ্রয়ী বিকল্পের সন্ধানকারী গ্রাহকদের আকর্ষণ করে। পারফেটি ভ্যান মেলে ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার গুঞ্জন খেতান বলেছেন, "ভারতীয় জেলির বাজার ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে, এবং অ্যালপেনলিবে জাস্ট জেলি হার্ট, একটি প্রিমিয়াম অফার যা একটি স্বতন্ত্র টেক্সচারের সাথে একটি কৌতুকপূর্ণ আকারকে একত্রিত করে। মাত্র ২ টাকায় উপলব্ধ রি পণ্যটি গ্রাহকদের জন্য তাদের মিষ্টান্ন পছন্দের গুণমান এবং মূল্যের জন্য একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা প্রদান করে। পণ্যটি একটি

দ্বৈত-স্তর, নরম, ফেনাযুক্ত এবং চিবানো অভিজ্ঞতা প্রদান করে।" কোম্পানিটি, ভারতে ২০১২ সালে চালু হয়েছে, এটি একটি জনপ্রিয় মিষ্টান্ন ব্র্যান্ড যা এর গুণমান এবং উদ্ভাবনের জন্য পরিচিত। অ্যালপেনলিবে জাস্ট জেলি প্রথমে মাত্র ১ টাকা দামে ফলের-গন্ধযুক্ত জেলি অফার করে, যা ব্র্যান্ডকে বিভিন্ন চাহিদা-সম্পন্ন গ্রাহককে মুগ্ধ করেছিল। ব্র্যান্ডটি তার অফারগুলিকে ১০ টাকা মূল্যের পয়েন্টে নতুন আকারগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সম্প্রসারিত করেছে, যা সারা দেশে গ্রাহকদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে।

বিনিয়োগকারীদের সাহায্য করতে নতুন পদক্ষেপ বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ডের

কলকাতা: বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড, সম্প্রতি বন্ধন নিফটি ২০০ কোয়ালিটি ৩০ ইনডেক্স ফান্ড চালু করার ঘোষণা করেছে, এটি একটি ওপেন-এন্ডেড ইনডেক্স স্কিম যা নিফটি ২০০ কোয়ালিটি ৩০ সূচককে ট্র্যাক করে। এটি বিনিয়োগকারীদের নিফটি ২০০ বিশ্বের মধ্যে ৩০টি সেরা ব্যবসায় অ্যাক্সেস দেয় যা শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস), ঋণ থেকে ইকুইটি অনুপাত এবং ইকুইটি (আরওই) এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত করা হয়। ফান্ডের লক্ষ্য হল স্থিতিস্থাপকতা এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা উভয়ই প্রদান করা, যা অনিয়মিত বাজারেও স্থিতিশীলতার মাধ্যমে আকর্ষণীয় বিকল্প প্রদান করা। বন্ধন নিফটি ২০০ কোয়ালিটি ৩০ ইনডেক্স ফান্ডে বিনিয়োগ করার প্রধান কারণগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করে, বন্ধন এএমসির সিইও বিশাল কাপুর জানিয়েছেন, "নিফটি ২০০ কোয়ালিটি ৩০ সূচক, শক্তিশালী মুনাফা, পরিচালনাযোগ্য ঋণ, এবং ধারাবাহিক উপার্জনের সাথে কোম্পানিগুলিকে লক্ষ্য করে, অর্থনৈতিক হেডওয়াইন্ডের কারণে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। এটি কনজিউমার ডিসক্রিশনারি এবং এফএমসিজির মতো সেক্টরগুলিতে ফোকাস করে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য স্থিতিশীলতা এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সরবরাহ করে।" বন্ধন নিফটি ২০০ কোয়ালিটি ৩০ ইনডেক্স ফান্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা লাইসেন্সকৃত মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম

অথবা সরাসরি https://bandhanmu tual.com/nfo bandhan-nifty-200-quality-30-index-fund/ এর মাধ্যমে করতে পারে।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে কিউনেট ইন্ডিয়ার দু'টি নতুন সাপ্লিমেন্ট

কলকাতা: ১৪ নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস (World Diabetes Day) উপলক্ষে কিউনেট (QNET) ইন্ডিয়া দুটি স্বাস্থ্য সাপ্লিমেন্ট প্রবর্তন করেছে — নিউট্রিপ্লাস ডায়াবা হেলথ (Nutriplus DiabaHealth) ও নিউট্রিপ্লাস ইমিউন হেলথ (Nutriplus ImmunHealth)। এগুলি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক। ডায়াবেটিস কেবল রক্তে শর্করার মাত্রা নয়, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ওপরও প্রভাব ফেলে। এ বছর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসের থিম 'ডায়াবেটিস ও সুস্থতা' (Diabetes and Well-being) একটি সামগ্রিক স্বাস্থ্য দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। নিউট্রিপ্লাস ডায়াবা হেলথে রয়েছে মালাবার কিনো, যা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে প্রাকৃতিক সমাধান দেয়, আর নিউট্রিপ্লাস ইমিউন হেলথে রয়েছে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে জিঙ্ক ও অ্যালোভেরার মতো পুষ্টি উপাদান। এই সাপ্লিমেন্টগুলো মানুষকে সুস্থতা বজায় রাখতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সহায়ক।

বাজাজ ফিনসার্ভ কনজাম্পশন ফান্ড লঞ্চের কথা ঘোষণা

শিলিগুড়ি: বাজাজ ফিনসার্ভ এএমসি বাজাজ ফিনসার্ভ কনজাম্পশন ফান্ড লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে। এটি একটি ওপেন-এন্ডেড ইকুইটি স্কিম কনজাম্পশন থিমকে অনুসরণ করে। তহবিলটি সাবস্ক্রিপশনের জন্য ৮ নভেম্বর খোলা হবে এবং নতুন ফান্ড অফারের মেয়াদ শেষ হবে ২২ নভেম্বর ২০২৪-এ। স্কিমটি কৌশলগতভাবে এফএমসিজি, অটোমোবাইল, ভোক্তা স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা, রিয়েলটি, টেলিকম, বিদ্যুৎ এবং পরিষেবা সহ উদীয়মান ভোগের মেগাট্রেন্ডের সঙ্গে সংযুক্ত খাতে বিনিয়োগ করবে।

বাজাজ ফিনসার্ভ এএমসি-র একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা প্রকাশ করে যে ভারতের মাথাপিছু আয় ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০০০ ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা খরচ-সম্পর্কিত সেক্টরগুলির বৃদ্ধিকে চালিত করবে।

তহবিলের বেঞ্চমার্ক নিফটি ইন্ডিয়া কনজাম্পশন টোটাল রিটার্ন ইনডেক্স (TRI) ন্যূনতম বিনিয়োগ করা যাবে ৫০০ টাকা। তিন মাসের মধ্যে ছাড়তে চাইলে ১% এক্সিট লোড ধরা হবে। তহবিলটি পরিচালনা করবেন নিমেশ চন্দন, শৌরভ গুপ্ত এবং সিদ্ধার্থ চৌধুরী।

ক্যান্সার রোগীদের সহায়তা করতে এইচসিজি ও ট্রুক্যান ডায়াগনস্টিকসের নতুন পরিকল্পনা

কলকাতা: হেলথকেয়ার গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড (এইচসিজি), ভারতের একটি সেরা ক্যান্সারের যত্ন প্রদানকারী, ক্যান্সার রোগীদের সহায়তা করতে ট্রুক্যান ডায়াগনস্টিকসের সাথে হাত মিলিয়েছে। এই যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে উভয় সংস্থা প্রাথমিক এবং পুনরাবৃত্ত/মেটাস্ট্যাটিক ক্যান্সারের সুনির্দিষ্ট সনাক্তকরণ, থেরাপির প্রতিক্রিয়ার পূর্বাভাস এবং চিকিৎসার কার্যকারিতা নিরীক্ষণের জন্য উন্নত ক্যান্সার ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার পরিষেবা প্রদান করবে। এইচসিজি এবং ট্রুক্যান অনকোলজি ডায়াগনস্টিকসকে এগিয়ে নিতে এবং নতুন প্রযুক্তির বিকাশের জন্য অংশীদারিত্ব করছে, যার লক্ষ্য ক্যান্সারের যত্ন এবং মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে ফলাফল উন্নত করা।বিশেষ করে ট্রুক্যানের নতুন ক্যান্সার ডায়াগনস্টিক পরীক্ষায় বৈধতা অধ্যয়ন পরিচালনা করতে উভয় এইচসিজি ও ট্রুক্যান হাত মিলিয়েছে। এই পরীক্ষাগুলি সুনির্দিষ্ট সনাক্তকরণ, প্রাক-চিকিৎসা পূর্বাভাস এবং রোগীদের পর্যবেক্ষণের জন্য পরবর্তী প্রজন্মের সিকোয়েন্সিং এবং বায়োমার্কার-চালিত ডায়াগনস্টিকসের মতো উন্নত কৌশলগুলি ব্যবহার করবে। এর ফলাফলগুলি পরীক্ষার ক্লিনিকাল ইউটিলিটি এবং রুটিন ক্লিনিকাল অনুশীলনে তাদের সম্ভাব্য একীকরণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।ট্রুক্যানের বায়োমার্কার-চালিত ক্যান্সার শনাক্তকরণ পদ্ধতির লক্ষ্য হল থেরাপির প্রতি রোগীর প্রতিক্রিয়া সঠিকভাবে প্রেডিক্ট করে, চিকিৎসার পরিকল্পনা ব্যক্তিগতকরণ, অকার্যকর থেরাপিগুলিকে হ্রাস করে এবং খরচ কমিয়ে অনকোলজিকে আরও উন্নত করা।এই বিষয়ে হেলথকেয়ার গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের নির্বাহী চেয়ারম্যান ডাঃ বি এস আজাইকুমার মন্তব্য করেছেন, "এইচসিজি ভারতের নির্ভুল অনকোলজি ক্ষমতাকে এগিয়ে নিতে ট্রুক্যান ডায়াগনস্টিকসের সাথে সহযোগিতা করতে পেরে আনন্দিত। সহযোগিতার লক্ষ্য হল শনাক্তকরণ উন্নত করা এবং ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসা পরিকল্পনা অফার করা, যাতে উন্নত ক্যান্সারের যত্ন অ্যাক্সেসযোগ্য করা সহজ হয়।"

ভানজু ১৬.৫ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করে বৈশ্বিক গাণিতিক শিক্ষা সম্প্রসারণ করবে

কলকাতা: নীলকান্ত ভানু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উদ্ভাবনী গাণিতিক শিক্ষা স্টার্টআপ ভানজু (Bhanzu) সফলভাবে ১৬.৫ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে একটি সিরিজ বি তহবিল রাউন্ডে, যা পরিচালনা করেছে এপিক ক্যাপিটাল, এবং সহযোগিতা করেছে জেডও ভেঞ্চার্স, এইট রোডস ও লাইটস্পিড ভেঞ্চার্স। এই তহবিলের মাধ্যমে ভানজু আগামী পাঁচ বছরে ১০০ মিলিয়ন ছাত্রছাত্রীর কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য স্থির করেছে,যারপ্রভাব পড়বে ভারতের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যে। বিগত ফান্ডিংরাউন্ডের পর থেকে ভানজু'র অসাধারণ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, ৮ গুণ বৃদ্ধি হয়েছে এবং রিসাবস্ক্রিপশনে ৫ গুণ বৃদ্ধি অর্জিতহয়েছে, যা অভিভাবকও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দৃঢ় আস্থারপরিচায়ক। এইপ্ল্যাটফর্মের অনন্য পদ্ধতি গাণিতিক ধারণাগুলিকে বাস্তব জীবনের পরিস্থিতির সঙ্গেযুক্ত করেউন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে, যা শেখার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্তিগতকৃত (পার্সোনালাইজড) করে।

ভানজু'রপ্রতিষ্ঠাতা নীলকান্ত ভানু (যিনি একজন'সেলিব্রেটেড মেন্টালক্যালকুলেশনচ্যাম্পিয়ন') ভানজুর গাণিতিক শিক্ষা বৈশ্বিকভাবে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যকে অগ্রসর করতেএই তহবিলের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।তাদের প্ল্যাটফর্ম উন্নত করার ওসুবিধাসমূহসম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছেভানজু নতুন প্রজন্মের আত্মবিশ্বাসী গাণিতিক শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্য নিয়েছে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আলমন্ডের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনায় ডায়েটিক্স রিতিকা সমাদ্দার

কলকাতা: প্রতি বছর ১৪ই নভেম্বরে পালিত বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস, আমাদের বারংবারই মনে করিয়ে দেয় যে ডায়াবেটিস নিয়ে আমরা এখনও কতটা উদাসীন। ভারতের জন্য এটি একটি ব্যাপক চ্যালেঞ্জ কারণ বর্তমানে ভারত "বিশ্বের ডায়াবেটিস ক্যাপিটাল" এ পরিণত হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR) এর একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ করেছে যে ১০১ মিলিয়ন ভারতীয় ডায়াবেটিসে ভুগছে, যার মধ্যে ১৩৬ মিলিয়ন ব্যক্তি প্রাক-ডায়াবেটিক অবস্থার স্বীকার। তাই, দিল্লীর ম্যাক্স হেলথ কেয়ারের রিজিওনাল হেড - ডায়েটিক্স রিতিকা সমাদ্দার ভারতকে একটি ডায়াবেটিসমুক্ত রাষ্ট্র করে তুলতে সকলকে প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছেন। একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে আলমন্ড টাইপ টু ডায়াবেটিক ব্যক্তিদের জন্য ভীষণ উপকারী। এটি ইনসুলিনের মাত্রায় কার্বোহাইড্রেট-সমৃদ্ধ খাবারের প্রভাব কমাতে পারে। ফোর্টিস-সি-ডিওসি সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর ডায়াবেটিস, মেটাবলিক ডিজিজেস এবং এন্ডোক্রিনোলজির (নতুন দিল্লি) অধ্যাপক এবং চেয়ারম্যান ড. অনুপ মিশ্রের দ্বারা একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে খাওয়ার খাবার আগে আলমন্ড খেলে এশিয়ান ভারতীয়দের রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। প্রায় এক-চতুর্থাংশ অংশগ্রহণকারীদের প্রিডায়াবেটিস অবস্থা আলমন্ড খাবার জন্য ১২ সপ্তাহের মধ্যে বিপরীত হয়েছে। আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে আলমন্ড খাওয়ার কারণে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে HbA1c মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এমনকি, আলমন্ড একটি উল্লেখজয় স্নাক্সস হিসেবেও খাওয়া যেতে পারে। রিতিকা সমাদ্দার বলেছেন, ডায়াবেটিস রোগীদের প্রোটিন, ফাইবার এবং জটিল কার্বোহাইড্রেট, পরিশোধিত শর্করা, অস্বাস্থ্যকর চর্বি এবং অতিরিক্ত ক্যালোরি কমাতে ফোকাস করা উচিত। তাদের বেশি পরিমানে ডাল, আলমন্ড, সবুজ শাক-সবজি এবং শস্য সমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাস তৈরী করা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরো বলেন যে, এই হালকা ওজনের আলমন্ড বাদামটি যেখানে সেখানে বহন করা যায় এমনকি চলতে চলতেও এটি খাওয়া যেতে পারে। এটি স্বাস্থকর এবং পুষ্টিগুনে ভরপুর, যা প্রতিদিনের ডায়েটে অবশ্যই যোগ করা উচিত।

ডুরোপ্লাই-এর প্লাইউড প্রোডাক্ট রেঞ্জে সুপিরিয়র ক্যালিব্রেশন প্রযুক্তির প্রয়োগ

কলকাতা: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্লাইউড নির্মাতা ডুরোপ্লাই (Duroply) তাদের সমস্ত প্লাইউড প্রোডাক্ট লাইনে সুপিরিয়র ক্যালিব্রেশন প্রযুক্তি প্রয়োগের ঘোষণা করেছে। নতুন এই উৎপাদনে পুরুত্বের পার্থক্য মাত্র ±০.৪ মিলিমিটার, যা পৃষ্ঠের একরূপতার ক্ষেত্রে (surface uniformity) একটি নতুন শিল্প মানদণ্ড (new industry standard) স্থাপন করেছে। উল্লেখ্য, ডুরোপ্লাই হল ৬৮ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্লাইউড নির্মাতা। সুপিরিয়র ক্যালিব্রেটেড প্লাইউড বিশেষভাবে বিলাসবহুল ভিলা, হোটেল এবং বিলাসবহুল বাড়িগুলির জন্য লক্ষ্য করে আনা হয়েছে। এই প্রযুক্তি আসবাব তৈরির সময় কমানো, ল্যামিনেট সংযোজন উন্নত করা এবং মাত্রিক স্থায়িত্ব (dimensional stability) বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেয়। এই উদ্ভাবন ভারত জুড়ে বিল্ডার, আর্কিটেক্ট ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনারদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রতিনিধিত্ব করছে। ডুরোপ্লাই-এর সমস্ত প্লাইউড প্রোডাক্টে সুপিরিয়র ক্যালিব্রেটেড প্লাইউড অফার করতে পেরে তারা আনন্দিত, একথা জানিয়ে ডুরোপ্লাই-এর প্রেসিডেন্ট (ম্যানুফ্যাকচারিং) অভিষেক চিৎলাঙ্গিয়া বলেন, উন্নত উৎপাদন প্রক্রিয়া নিখুঁত সমতল পৃষ্ঠ (flawlessly flat surfaces) প্রদান করে, যা অভ্যন্তরীণ নান্দনিকতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে পারে।

পোলিও: ভারতকে সতর্কতা অব্যাহত রাখার আহ্বান

শিলিগুড়ি: আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে সম্প্রতি পোলিও রোগের প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ভারতকে সতর্কতা অব্যাহত রাখার অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন, যদিও বিগত ১২ বছর ধরে ভারত পোলিও-মুক্ত রয়েছে। যদিও দেশের টিকাকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে, তবুও অবহেলা করলে এই রোগটি পুনরুত্থানের ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শিলিগুড়ির নিউবর্ন অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ক্লিনিকের সিনিয়র কনসাল্ট্যান্ট পেডিয়াট্রিকস অ্যান্ড নিওন্যাটালজি ড. প্রিন্স পারেখ। তিনি সতর্ক করে বলেছেন যে, বিশেষত পাঁচ বছরের নিচে শিশুদের ক্ষেত্রে আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠতে পারে এই রোগ। একটি ভাইরাল রোগ হিসেবে পোলিও মল-মূত্রের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থায়ী প্যারালাইসিস ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিশ্বব্যাপী এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরেও ভাইরাসটি এখনও একটি আশঙ্কার কারণ হিসেবে রয়ে গেছে, যা ওরাল ও ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাক্সিন-সহ টিকাকরণ কর্মসূচি অনুসরণের গুরুত্বকে তুলে ধরছে। টিকাকরণের উচ্চহার বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিকস, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখা যায়। বিশ্ব পোলিও দিবসে তাদের স্পষ্ট বার্তা: টিকাকরণ এই প্রতিরোধযোগ্য রোগের বিরুদ্ধে চলতে থাকা লড়াইয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে ভারতের পোলিও-মুক্ত দেশ হিসেবে পরিচিত থাকতে পারা সম্ভব হয়।

সততা-চালিত ব্যাঙ্কিং অনুশীলনের প্রচার করছে উজ্জীবন

কলকাতা: উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক, নৈতিক ব্যাঙ্কিং অনুশীলনের গুরুত্বের উপর জোর দিতে তার কর্মীদের মধ্যে 'ভিজিলেন্স সচেতনতা সপ্তাহ' প্রচার করছে, যা ১১ থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। এই বছরের থিম হল "একে অপরের জন্য সতর্কতা," যা পারস্পরিক সতর্কতার গুরুত্ব প্রদর্শিত করবে, এটি ভারত সরকারের থিমের সাথে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ: "জাতির সমৃদ্ধির জন্য অখণ্ডতার সংস্কৃতি"। ব্যাঙ্ক, নৈতিক ব্যাঙ্কিং অনুশীলনের প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করতে এবং তার কর্মীর মধ্যে নিরাপত্তার সংস্কৃতিকে উন্নত করতে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ ব্যবহার করছে। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি - ড. এম. এ. সেলিম, আইপিএস (ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ - সিআইডি), ব্যক্তিগত সততা এবং প্রতিষ্ঠানের অখণ্ডতার মধ্যে যোগসূত্র তুলে ধরেন, এবং গ্রাহক তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কর্মীদের সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। একইসাথে, তিনি যে কোনও প্রতারণামূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও সকলকে সতর্ক করেন। এছাড়াও, এখানে সুধা সুরেশ, স্বতন্ত্র পরিচালক এবং ব্যাঙ্কের বোর্ডের অডিট কমিটির চেয়ারপারসন; সঞ্জীব নটিয়াল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা; ক্যারল ফুর্তাডো, পুরো সময়ের নির্বাহী পরিচালক এবং জন ক্রিস্টি, চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। উজ্জীবন নৈতিক ব্যবসায়িক আচরণ, জালিয়াতি প্রতিরোধ, এবং গ্রাহক বিশ্বাসের প্রচার করতে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম, কর্মশালা এবং কুইজ পরিচালনা করার পরিকল্পনা করছে। পাশাপাশি, কর্মীদের সততা এবং নৈতিক মানদণ্ডের জন্য ব্যাঙ্ক তাদের স্বীকৃতি দিচ্ছে।

নতুন দক্ষতা নিয়ে এল নতুন মারুতি সুজুকি অল নিউ ডিজায়ার

কলকাতা: মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড আজ ড্যাজলিং নিউ ডিজায়ার লঞ্চ করেছে। এটি একটি কমপ্যাক্ট সেডান যা অভিনব শৈলী, স্বাচ্ছন্দ্য এবং কর্মক্ষমতাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করবে। অল-নিউ ডিজায়ার তার প্রগতিশীল ডিজাইন, দারুণ ইন্টেরিয়র এবং সেগমেন্ট-ফার্স্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ে গর্ব করে। মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম এলইডি ক্রিস্টাল ভিশন হেডেল্যাম্প এবং ৩৬০ এইচডি ভিউ ক্যামেরা সহ প্রগতিশীল ডিজাইন, ২২.৮৬ সেমি (৯") স্মার্টপ্লে প্রো+ ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম সহ প্লাশ টু-টোন ইন্টেরিয়র, ইলেকট্রিক সানরুফ, সুজুকি কানেক্ট, এবং টায়ার প্রেসার মনিটরিং সিস্টেম (টিপিএমএস)। এটি হতে চলেছে ভারতের সবচেয়ে জ্বালানি-দক্ষ সেডান যার দক্ষতা ২৪.৭৯ কিমি/লি (পেট্রোল এমটি) এবং ৩৩.৭৩ কিমি/কেজি (এস-সিএনজি)। এতে রয়েছে ৬টি এয়ারব্যাগ, ইএসপি এবং হিল হোল্ড অ্যাসিস্ট সহ ৫-স্টার জিএনসিএপি নিরাপত্তা রেটিং।মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর এমডি ও সিইও হিসাশি তাকেউচি বলেন, "ডিজায়ার ২৭ লাখেরও বেশি গ্রাহকের আস্থা অর্জন করেছে। অল-নিউ ডিজায়ার স্টাইল, কর্মক্ষমতা এবং নিরাপত্তার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির উদাহরণ।"

আপনার নিকটতম মারুতি সুজুকি ডিলারশিপে পৌছে যান নতুন ডিজায়ারের অভিজ্ঞতা নিতে। এর বিভিন্ন মডেলের দাম গুলি উল্লেখ করা হল: LXI - ৬৭৯০০০ টাকা, VXI - ৭৭৯০০০ টাকা, VXI AGS- ৮২৪০০০ টাকা, VXI (S-CNG) - ৮৭৪০০০ টাকা, ZXI - ৮৮৯০০০ টাকা, ZXI AGS- ৯৩৪০০০ টাকা, ZXI (S-CNG)- ৯৮৪০০০ টাকা, ZXI+ মডেল- ৯৬৯০০০ টাকা এবং ZXI+ AGS এর দাম ১০১৪০০০ টাকা।

রাসমেলায় কেনাকাটা

তৃণমূল নেতাকে গুলির অভিযোগের কিনারা করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এক তৃণমূল নেতার পাথর ভাঙার মিলে গুলি করার ঘটনা দিন কয়েকের মধ্যে কিনারা করল পুলিশ। গত ১৪ নভেম্বর কোচবিহারের তুফানগঞ্জ ২ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি চৈতী বর্মণ বড়ুয়ার ছেলে নীহার বড়ুয়া ওই অভিযোগ করে। নীহার নিজেও মহিষকুচি অঞ্চলের তৃণমূল নেতা। নীহার বড়ুয়া মহিষকুচি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি দাবি করেন, পাথর ভাঙা মিলে তাঁর নিজের একটি অফিস ঘর রয়েছে। সেই অফিস ঘরে তিনি নিয়মিত বসেন। সেই ঘর লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। তাঁকে উদ্দেশ্যে করেই গুলি চালানো হয় বলে দাবি করেছিলেন। সেখানে তাঁর ভাগ্নে ছিলেন। ভাগ্নে পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন। নীহার দাবি করেছিলেন, ওই গুলি চালানোর ঘটনায় বিজেপি অভিযুক্ত। ওই দিন রাতেই ঘটনাস্থলে যায় বক্সিরহাট থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী। গুলির খোল উদ্ধার করে। বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা দাবি করেছিলেন, নীহার বিভিন্ন সিন্ডিকেট চালায়। রেষারেষিতে থেকে ওই ঘটনা ঘটতে পারে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, পুরো ঘটনা সাজানো। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, অভিযোগকারীর ভাগ্নে পুরো ঘটনা সাজিয়েছে। অভিযুক্তকে করেছে পুলিশ।

গণনার অপেক্ষায় শাসক-বিরোধীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা: ২৩ নভেম্বর ভোট গণনা। সেই হিসেবে হাতে আর কয়েক ঘন্টা সবাই। কোচবিহার সিতাই উপনির্বাচনের ফল কি হয় সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। স্ট্রংরুম খোলার অপেক্ষা করছে শাসক-বিরোধীরা। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে রাখা হয়েছে স্ট্রংরুম। স্ট্রংরুমের নিরাপত্তার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের। রাজ্য পুলিশ রয়েছে বাইরে। সিতাই কেন্দ্রের স্ট্রংরুম হয়েছে দিনহাটা কলেজে। সিতাই উপনির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা সাতজন। কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে তা নিয়েই শুরু হয়েছে আলোচনা। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, স্ট্রংরুমের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। ১৩ নভেম্বর বুধবার ভোট পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর সিতাই কেন্দ্রের ৩০০ টি বুথ থেকে ইভিএম মেশিন দিনহাটা কলেজের স্ট্রংরুমে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই দিন থেকে দিনহাটা কলেজে ঢোকার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয় গেটের থেকেই। গেটেই বসানো হয় মেটাল ডিটেক্টর। স্ট্রংরুম ও তার আশেপাশে বেশ কয়েকটি জায়গায় সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের প্রতিনিধিরা সিসি টিভির সামনে বসে ইভিএম এর নিরাপত্তার ছবি দেখতে পারবে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, "মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিয়েছে। রেকর্ড ভোটে সিতাই কেন্দ্রে জয়ী হবে আমরা। শুধু সময়ের অপেক্ষা।" বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "উপ নির্বাচনে সন্ত্রাস পরিস্থিতি তৈরি করে সাধারণ মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি।"

ট্যাব কাণ্ডে দিনহাটা থেকে গ্রেফতার মনোজিৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ট্যাব কাণ্ডে এবারে দিনহাটার এক যুবককে গ্রেফতার করল মালদহের পুলিশ। ১৬ নভেম্বর শনিবার রাতে মালদহ থানার পুলিশ দিনহাটা পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে ওই যুবককে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মনোজিৎ বর্মণ। ধৃতের বাড়ি দিনহাটার ১-নম্বর ওয়ার্ডে। পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক মনোজিৎ ট্যাব কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার রাতে মালদা সাইবার ক্রাইম বিভাগের হাতে গ্রেফতার হয় ওই শিক্ষক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মনোজিতের নামে দিনহাটার বিভিন্ন ব্যাংকে কুড়িটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তার মধ্যে বেশ কয়েকটা অ্যাকাউন্টে ট্যাব দুর্নীতির টাকা ঢুকেছে বলে মনে করছে পুলিশ। ওই শিক্ষকের সব অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' করেছে প্রশাসন। কোচবিহারের এক পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন, "মালদার হাবিবপুরে ট্যাব কেলেঙ্কারি নিয়ে একটা অভিযোগ হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রাতে দিনহাটার মনোজিৎ বর্মণকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মালদহ পুলিশ তাকে নিয়ে গিয়েছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে।"

রাজ্য জুড়ে ট্যাব দুর্নীতি নিয়ে হইচই। কলকাতা থেকে প্রত্যেক জেলার স্কুল থেকেই ট্যাবের টাকা হাতিয়েছে একটি চক্র। সবমিলিয়ে বড় অঙ্কের টাকা হাতানো হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই চক্রের মূল পান্ডা ইসলামপুরের চোপড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরের। ইতিমধ্যেই পুলিশ ওই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে। তার মধ্যে চোপড়ার একজন প্রধান অভিযুক্ত রয়েছে। কোন কোন একাউন্টে ওই টাকা ঢুকেছে তা তদন্ত করে বের করছে পুলিশ। সেই সূত্র ধরেই অভিযুক্তদের খুঁজে বের করার চেষ্টা হচ্ছে। ট্যাব দুর্নীতিতে কোচবিহার জেলাতেও ছয়টি মামলা রুজু হয়েছে। তার মধ্যে পুন্ডিবাড়ি থানাতে তিনটি, হলদিবাড়িতে দুটি এবং কোতয়ালিতে একটি মামলা রুজু হয়েছে। ওই ঘটনায় এখনও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারে ৮১ জন ছাত্রছাত্রীর ট্যাবের টাকা গিয়েছে উত্তর দিনাজপুর ও মালদহের অ্যাকাউন্টে। কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ওই ঘটনায় কিছু নাম আমরা পেয়েছি। দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা সহজ হবে বলে আশা করছি।"

সরকারি বাসে আগুনে আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আগুনে পুড়ে গেল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের একটি বাস। সম্প্রতি বেলা ১২ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার থানা সংলগ্ন নিগমের একটি শেডে। একটি বাস অনেকটাই পুড়ে যায়, আরেকটি বাসে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে দমকল। ওই ঘটনায় চারদিক ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়ায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই শেডে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসগুলিকে দাঁড় করিয়ে মেরামত করা হয়। ওই দিনও সেখানে পর পর বেশ কয়েকটি বাস দাঁড় করানো ছিল। কয়েকটি বাস মেরামতির কাজও চলছিল। সেই সময় আচমকা একটি বাসে আগুন লেগে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষ। সেখান থেকে সামান্য দূরেই দমকল কেন্দ্র। খবর পেয়ে দ্রুততার সঙ্গে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ধারণা করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকে ওই আগুন লেগেছে। ঘটনাস্থলে যান উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, "আচমকা একটি বাসে আগুন লাগে। ওই বাসটি পুড়ে গিয়েছে। আগুন আরেকটি বাসে ছড়ানোর আগেই তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ঘটনার কারণ জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

গ্রামে হানা বাইসনের, মৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সকাল সকালে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছিলেন নৃপেন বর্মণ (৫৮)। ঘাড় ঘোরানোর আগেই হামলে পরে একটি বাইসন। ক্ষতবিক্ষত করে দেয় নৃপেনকে। ওই দৃশ্য দেখে পরিবারের আর কেউ বাইরে বেরোনোর সাহস করে উঠতে পারেনি। ২০ নভেম্বর এমনই ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা প্রেমেরডাঙা গ্রামে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তিনটি বাইসন সকাল থেকে কয়েক ঘন্টা ওই গ্রামে দাপিয়ে বেরিয়েছে। খবর শুনে ওই গ্রামে পৌঁছে যায় বন দফতরের কর্মীরা। কোচবিহারের পাশাপাশি জলদাপাড়া ও বক্সা থেকেও বন দফতরের দল পৌঁছায় মাথাভাঙ্গার গ্রামে। পরে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে দুটি বাইসনকে কাবু করে বন দফতরের কর্মীরা। আরেকটি বাইসনের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ২১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার মাথাভাঙার ওই গ্রাম এবং কোচবিহারের পাতলাখাওয়া এলাকায় আরও দুটি বাইসন বেরিয়েছে বলে বন দফতর সূত্রের খবর। কোচবিহারের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "দুটি বাইসনকে ঘুম পাড়ানি গুলি ছুঁড়ে কাবু করা হয়েছে। বন কর্মীরা ওই গ্রামে রয়েছেন। মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।"

বাইসন বা হাতি, কখনও কখনও চিতাবাঘ জঙ্গলে ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসার ঘটনা নতুন নয়। সাত আট মাস আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। কোচবিহারের একাধিক গ্রামে হাতি ও বাঘের হানা হয়েছে। গত কয়েক বছরে সব থেকে বেশি দেখা গিয়েছে বাইসন। প্রেমেরডাঙ্গা থেকে শুরু করে মাথাভাঙার একাধিক গ্রামে বাইসন দেখা গিয়েছে। কোচবিহার শহর সংলগ্ন টাপুরহাট, জিরানপুরেও বাইসনের হানা হয়েছে। বাইসনের হামলায় মানুষ থেকে শুরু করে কৃষি ক্ষেতের অনেক ক্ষতি হয়েছে। বন্যপ্রাণীর লোকালয়ে প্রবেশ নিয়ে তাই বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। অনেকে দাবি করেন, শীত পড়লে জঙ্গলে খাবারের অভাব হয়। সেই খাবারের খোঁজেই জঙ্গল ছেড়ে বন্যপ্রাণীরা বাইরে বেরিয়ে আসছে। ওই বিষয়ে বাসিন্দারা বন দফতরের নজরদারি বাড়ানোর দাবি করেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96